কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা-২০২০

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.moa.gov.bd

কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা-২০২০

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বব্যাপী নভেল করোনাভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগটি (কোভিড-১৯) মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতিসংঘ এ পরিস্থিতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংঘটিত সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক ও মানবিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত ও সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার বিষয়ে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন সংস্থা ইতোমধ্যেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, করোনার কারণে খাদ্য সংকটে পড়তে পারে পুরো বিশ্ব। এমনকি দেখা দিতে পারে দুর্ভিক্ষও। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইতোমধ্যেই কোভিড-১৯ সামগ্রিক জীবনযাত্রার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

কৃষিপ্রধান এ দেশে কোভিড-১৯ ও আম্পানসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি এবং কৃষিকে লাভজনক করার মাধ্যমে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে মোকাবিলায় কৃষি মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে এ আপৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুসারে কৃষিক্ষেত্রে এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেসাথে স্বল্প জমি থেকে অধিক উৎপাদনের জন্য কৃষকদের মাঝে ভর্তুকি ও অনেকক্ষেত্রে বিনামূল্যে উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে। এর মধ্যে করোনা পরিস্থিতির ভেতরেও কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে হাওরসহ দেশের সর্বত্র বোরো ধান কর্তন নিশ্চিত করা, আউশের ও খরিফ-১ মৌসুমের আবাদ নির্বিঘ্ন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কৃষি খাতে এ যাবৎকালে অর্জিত সাফল্যকে ধরে রেখে আগামী দিনের বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি বিশ্ব দরবারে কৃষির উৎপাদন দিয়ে সহায়তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমি আশা করি, এ কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা, সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি-২০১৮ বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

মুখবন্ধ

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক। কৃষি খাত দেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করছে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারির উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদ্যমান এবং উদ্ভাবিত নতুন কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখাসহ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনাকালীন কৃষি শ্রমিক সংকটের মধ্যেও কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে হাওরসহ সারা দেশে বোরো ধান সংগ্রহ শতভাগ অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা, অধিক ফসল উৎপাদন করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দেশের এক ইঞ্চি কৃষি জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সেসাথে স্বল্প জমি থেকে অধিক উৎপাদনের জন্য কৃষকদের মাঝে ভর্তুকি ও বিনামূল্যে উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে।

প্রতি বছর দেশে কৃষি জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাচ্ছে। সে সাথে মাটির অবক্ষয়, উর্বরতা হ্রাস এবং লবণাক্ততা বাড়ার কারণে মাটির গুণাগুণ হ্রাস পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, ঝড়, রোগবালাইয়ের আক্রমণ এবং নদীভাঙন ইত্যাদি বিষয়াদি কৃষির অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে প্রতিনিয়ত। তথাপি কৃষিবান্ধব সরকারের সার্বিক দিকনির্দেশনায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে কৃষির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সময়ে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কৃষি খাতে এ যাবৎকালে অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য একটি সময় উপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি **'কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা-২০২০'** প্রকাশ করা হয়েছে।

এ কর্মপরিকল্পনায় সাতটি অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষির সক্ষমতা, দুর্বলতা ও সুযোগ, চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষির উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ, পঞ্চম অধ্যায়ে কৃষির অগ্রাধিকার নীতিকৌশলসমূহ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কৃষিতে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় এক বছরের জন্য স্বল্পমেয়াদি (৩৮টি), ২-৩ বছরের জন্য মধ্যমেয়াদি (৩২টি), ৪-৫ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (২৭টি) নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন কোভিড-১৯সহ কৃষিতে বিভিন্ন প্রতিকূলতার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা, সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি-২০১৮ বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

মোঃ নাসিরুজ্জামান
সচিব

সূচিপত্র

ক্রম	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	ভূমিকা	০১
০২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০১
০৩	কৃষির সক্ষমতা, দুর্বলতা ও সুযোগ	০২
০৪	চ্যালেঞ্জসমূহ	০৩
০৫	কৃষির অগ্রাধিকার নীতি/কৌশলসমূহ	০৪
০৬	কৃষিতে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা	০৪
	৬.১ স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা	০৫
	৬.২ মধ্যমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা	০৭
	৬.৩ দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা	১০
০৭	উপসংহার	১২

কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা-২০২০

১.০ ভূমিকা

১.১ কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকাণ্ড এবং জীবনীশক্তি। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির জন্য কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের জিডিপিতে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, শ্রম শক্তির প্রায় ৪০% কর্মসংস্থান জোগান এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কৃষি ক্ষেত্রে কিছু অপরিহার্য উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

১.২ নভেল করোনাভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট শ্বাসকষ্টজনিত রোগটি (কোভিড-১৯) মহামারি আকারে ২০১৯-২০ সালে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি জাতিসংঘ করোনা পরিস্থিতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংঘটিত সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক ও মানবিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা এতটাই তীব্র যে, গোটা মানবসভ্যতা হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য জয়ের লড়াইয়ে নিয়োজিত দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের একটি তীব্র ঘনবসতিপূর্ণ কৃষি প্রধান দেশ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় কোভিড-১৯ এদেশের সামগ্রিক জীবন যাত্রার ওপর ইতোমধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। কোভিড-১৯ এর সাথে অতি সম্প্রতি দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় আম্পান দেশের কৃষিখাতের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

১.৩ কোভিড-১৯ মহামারিসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি বিশেষত ঘূর্ণিঝড় আম্পান দেশের খাদ্য উৎপাদন, চাহিদা, বিপণন এবং কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ কৃষির সামগ্রিক বিষয়গুলো সরাসরি প্রভাবিত করছে। একসাথে পুরো খাদ্য সরবরাহ চেইনকে (Supply Chain) ব্যাহত করার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে আরো অধিক ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

১.৪ ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞাগুলো উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, পরিবহন, বিপণন ব্যবস্থাকে চরম হুমকির মধ্যে ফেলছে। হ্রাসকৃত আয়ের কারণে এটি ইতোমধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যে প্রবেশাধিকারকে (Access) সীমিত করছে। শ্রমের অভাব খাদ্য সরবরাহ চক্রকে আরও বিঘ্নিত করছে। অন্যদিকে Informal শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়ায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জীবন-জীবিকা ও আয় হ্রাস এবং পুষ্টিকর খাবারের স্বল্পতা মানুষের রোগের সাথে লড়াই করার সক্ষমতাকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছে।

১.৫ কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কৃষিখাতে এ যাবৎকালে অর্জিত সাফল্যকে ধরে রেখে আগামী দিনের বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদ্যমান এবং উদ্ভাবিত নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে একটি স্বল্প (১ বছর), মধ্য (২-৩ বছর) এবং দীর্ঘ (৪-৫ বছর) মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা, সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি-২০১৮' বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

এ কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোভিড-১৯ সহ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি, কৃষিকে লাভজনক করার মাধ্যমে সবার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতির কারণে কৃষি ক্ষেত্রে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে মোকাবিলা করা।

২.১ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

(ক) কোভিড-১৯ সহ এ জাতীয় আপৎকালীন পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(খ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ;

(গ) জনগণের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কৃষিকে আরো বহুমুখীকরণ এবং অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন বিভিন্ন ফসল উৎপাদন; এবং

(ঘ) কৃষি ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সহ এ জাতীয় বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থায়ী সক্ষমতা অর্জন।

৩.০ কৃষির সক্ষমতা, দুর্বলতা ও সুযোগ

একটি বস্তুনিষ্ঠ, কার্যকর এবং ফলপ্রসূ নীতিমালা/পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে এ নীতিমালা/পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগসমূহ সঠিকভাবে বিবেচনা করা। কৃষি বিশেষত ফসল উপ খাতে আমাদের সক্ষমতা, দুর্বলতা ও সুযোগসমূহ নিম্নরপ:

৩.১ সক্ষমতা

- ফসল উৎপাদনের জন্য সাধারণত বছরব্যাপী অনুকূল কৃষি জলবায়ু বিরাজমান ;
- প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর/সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা-সম্প্রসারণ পদ্ধতি;
- কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত জনবল;
- প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি;
- পরিবর্তিত জলবায়ু ঘাত সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন সক্ষমতা;
- দেশব্যাপী কৃষি উপকরণ সরবরাহ নেটওয়ার্ক;
- কৃষক সংগঠন;
- আধুনিক ও টেকসই সেচ প্রযুক্তি এবং সেচ অবকাঠামো;
- সেচের পানির প্রাপ্যতা;
- কৃষিতে বিদ্যমান সরকারের ভর্তূকি প্রথা ও প্রণোদনা কার্যক্রম;
- কৃষি অঞ্চলের উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের তথ্য/উপাত্ত;
- কৃষকদের চিরাচরিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান; এবং
- দেশব্যাপী বিস্তৃত কৃষি ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক।

৩.২ দুর্বলতা:

- দুর্বল কৃষি বিপণন ব্যবস্থাপনা;
- ফসল কর্তনোত্তর/সংগ্রহোত্তর ক্ষতি;
- কৃষকের মূলধনের অপ্রতুলতা;
- কৃষক সংগঠনের (ক্লাব, দল) সক্রিয়তার অভাব;
- মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের অভাব;
- বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা এবং উন্নয়নে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ;
- উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকা;
- অপর্যাপ্ত কৃষি যান্ত্রিকীকরণ;
- সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব;
- কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া;
- কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণের অপর্যাপ্ততা; এবং
- কৃষি পণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণে দুর্বল অবকাঠামো।

৩.৩ সুযোগ

- পাহাড়ি এলাকা, চর এবং দক্ষিণ অঞ্চল এবং অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত অনাবাদি কৃষি জমি আবাদের আওতায় আনয়ন;
- হস্তান্তরযোগ্য আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান;
- স্থানীয় জাতের ফসলের সাথে উফশী জাতের ফসলের প্রতিস্থাপন;
- অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় আনয়নের সুযোগ;
- আউশ ধানের আবাদ এলাকা বৃদ্ধি;
- যান্ত্রিকীকরণ;
- শস্য বহুমুখীকরণ এবং নিবিড়তা বৃদ্ধি;
- উচ্চমূল্যের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি;
-কৃষিজাত পণ্যে মূল্য সংযোজন ও মূল্য সংযোজিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ;
-উত্তম কৃষি পদ্ধতিতে (GAP) উৎপাদিত কৃষি পণ্য উচ্চমূল্যে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি;
-সেচ দক্ষতা বাড়ানো;
-সেচ পাম্প পরিচালনায় সৌরশক্তির ব্যবহার;
-আধুনিক কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
-কৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
-ফসল কর্তনোত্তর/সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস;
-ফলন পার্থক্য হ্রাস; এবং
-ব্যক্তিখাত ও বাণিজ্যিক কৃষির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সম্ভাবনা।

৪.০ চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.১ প্রতি বছর দেশে কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় ১% হারে হ্রাস পাচ্ছে এবং মৃত্তিকার অবক্ষয় (যেমন- পুষ্টি উপাদানের ভারসাম্যহীনতা), ও উর্বরতা হ্রাস এবং মৃত্তিকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে মাটির গুণাগুণ হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু, পানিসম্পদও সংকুচিত হচ্ছে। বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে ভূউপরিস্থ পানির প্রবাহ কমে যাচ্ছে এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ক্রমহ্রাসমান জমিতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের প্রয়োজনে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণসহ মূল্য সংযোজন প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা বৃদ্ধি, সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, অধিক পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যশস্য ও কৃষি পণ্য উৎপাদন, কৃষি বহুমুখীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের চাহিদা পূরণ করা বাংলাদেশ কৃষির অন্যতম চ্যালেঞ্জ। পরিবেশগত সংকটাপন্নতা বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, ঝড়, লবণাক্ততা, রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং নদী ভাঙন ইত্যাদি বিষয়াদি কৃষির অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে প্রতিনিয়ত।

৪.২ বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের সাথে কোভিড-১৯ এর কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতি কৃষি ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলছে। রবি মৌসুমের প্রধান খাদ্যশস্য যেমন বোরো ধান, গম, ভুট্টা, শাকসবজি, ডাল, ইক্ষু ও তেলবীজ পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ খরিপ মৌসুমের আউশ ধান, পাট, মুগডাল এবং আমন ধান উৎপাদন উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের নিশ্চয়তা প্রদান একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ফসল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি শ্রমিক সরবরাহ এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও একটি চ্যালেঞ্জ।

৪.৩ কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত থাকলে অথবা বিক্রীত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা সম্ভবপর না হলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যা আগামী ফসল বছরগুলোতে এ খাতে তাদের বিনিয়োগ ঝুঁকিতে ফেলবে। এছাড়া, কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও কৃষিপণ্য উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে, যা আমাদের আমদানিনির্ভর কৃষিপণ্যের সরবরাহ লাইনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

৫.০ কৃষির অগ্রাধিকার নীতি/কৌশলসমূহ

৫.১ কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট পরিবর্তিত পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দেশের সামগ্রিক ফসল উপ খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ করে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি-২০১৮ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের জন্য সরকারের অগ্রাধিকার কৌশলসমূহ হচ্ছে:

(১) কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন;

(২) গুণগতমানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

(৩) কৃষি সম্প্রসারণ;

- নিরাপদ, পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
- কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি;
- কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণ;
- শস্যের আরো বহুমুখীকরণ ও উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি;
- টেকসই ও লাভজনক কৃষি নিশ্চিত করা;
- কৃষি পণ্য বিপণন, প্রক্রিয়াকরণ, ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
- তথ্য ও প্রযুক্তি এবং বিশেষ করে e-commerce ভিত্তিক বিপণন।

(৪) খাল, নালা খনন/পুনঃখনন, আধুনিক ও টেকসই সেচ প্রযুক্তির ব্যবহার ও সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ কাজে পানি সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং

(৫) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৫.২ কৃষি গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কৃষি উন্নয়নের জন্য একটি সুসমন্বিত গবেষণা পরিকল্পনা অপরিহার্য। গবেষণার মাধ্যমে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব যার ফলে কৃষি সরবরাহ-কেন্দ্রিক এর পরিবর্তে চাহিদাভিত্তিক হবে। এজন্য প্রয়োজন উৎপাদন মাত্রার চেয়ে উৎপাদন দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সময়মতো সহজে এবং সুলভমূল্যে সকল প্রকার কৃষি উপকরণ যথাসম্ভব কৃষকের দোরগোড়ায় পৌছানো। কৃষি সম্প্রারণ বাংলাদেশের কৃষি প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। খামারের উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রযুক্তির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কৃষি সম্প্রসারণকে বহুমুখী সেবা প্রদানকারী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনাকরত: বর্ধিত কৃষি উৎপাদনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষককে বা কৃষি উদ্যোক্তাদের উপযুক্ত কারিগরি ও খামার ব্যবস্থাপনাবিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রদানসহ নতুন প্রযুক্তি, উন্নত খামার পদ্ধতি এবং কলাকৌশল বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

৬.০ কৃষিতে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা

কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতির কারণে কৃষিখাতে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ যথাযথভাবে মোকাবিলা করে দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উদ্ভাবন, সংস্কার ও উন্নয়ন এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত স্বল্প (১ বছর), মধ্য (২-৩ বছর) এবং দীর্ঘ (৪-৫ বছর) মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে:

৬.১ স্বল্পমেয়াদি (১ বছর) কর্মপরিকল্পনা

ক্র. নং	অগ্রাধিকার থিমেটিক এরিয়া	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী
০১।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	সময়মতো বোরো, আমন ও আউশসহ অন্যান্য ফসলের বপন, রোপণ ও সংগ্রহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকরণে প্রতি বছর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ	কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০২।		ভর্তুকি মূল্যে প্রদত্ত কৃষি যন্ত্রপাতি হাওর অঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকের মধ্যে পৌছানো নিশ্চিত করা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০৩।		প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, সেচ) সরবরাহ আরো সুলভ করা	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
০৪।		সেচ চার্জ হ্রাসকরণ ও সেচে ভর্তুকি প্রদান	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
০৫।		কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের কৃষি খাতে সৃষ্ট প্রভাব নিরূপণে একটি সমীক্ষা / স্ট্যাডি সম্পন্নকরণ	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং উন্নয়ন সহযোগী
০৬।		কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের কৃষি খাতে সৃষ্ট প্রভাব সম্পর্কে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের আরো সচেতন করা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস
০৭।		প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ফসল উৎপাদনে কৃষকের মনোবল সুদৃঢ় করার জন্য কৃষকের পাশে থাকা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
০৮।		বিদ্যমান মাঠ ফসলের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ব্যাহত রাখতে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০৯।		রাজস্ব খাতের প্রণোদনা এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা	কৃষি মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থা
১০।		খরিফ-১ ও খরিফ-২ মৌসুমে ফসল চাষ নির্বিঘ্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় আমদানিযোগ্য উপকরণের জোগান নিশ্চিত করার জন্য উৎস দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ এবং এসব পণ্যের আগমন, পরিবহন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আমদানিকারক ও বিপণনকারী কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
১১।		আমন তথা খরিফ-২ মৌসুমে গৃহীত পরিকল্পনা পুনঃনিশ্চিত করা এবং বোরো মৌসুমের ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার বিষয়টি পরিকল্পনায় সংযুক্ত করে বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা	কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১২।		খরিপ-১ মৌসুমের প্রধান প্রধান ফসল চাষের লক্ষ্যমাত্রা যাতে অর্জিত হয় সে বিষয়ে যৌথ কর্মধারা জোরদার করা	কৃষি মন্ত্রণালয়, সকল দপ্তর/সংস্থা এবং প্রাইভেট সেক্টর, বীজ ব্যবসায়ী
১৩।		কৃষকের বসতবাড়িতে এবং শহরাঞ্চলের বাড়িতে পুষ্টিবাগান (Backyard Garden) সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধকরণ। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় এ কাজে সকলকে উৎসাহিতকরণ, Farming System Research and Development উদ্ভাবিত স্থানভিত্তিক ফলাফল দ্রুত প্রসার	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

ক্র. নং	অগ্রাধিকার থিমেটিক এরিয়া	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী
১৪।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	বসতবাড়িতে এবং শহরাঞ্চলের বাড়িতে পুষ্টিবাগান সম্প্রসারণে নার্সারি থেকে বীজ বা চারা সংগ্রহের সুব্যবস্থাকরণ	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১৫।		কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র মাঝারি ও বড় কৃষি ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১৬।		কৃষি প্রণোদনা ও ঋণের অর্থ সরাসরি কৃষকের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ	বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১৭।		কোভিড-১৯সহ ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে সৃষ্ট আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষিতে অধিক বরাদ্দের জন্য আসন্ন বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৮।		কোভিড-১৯ সহ এ জাতীয় পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১৯।		কৃষি উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি, প্রিসিশন এগ্রিকালচার, সময়মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ক উদ্ভাবনমূলক (Innovation) কার্যক্রম জোরদারকরণ	সকল দপ্তর/সংস্থা
২০।		উদ্ভাবনমূলক সম্প্রসারণ ও বিপণন সেবা প্রদানের জন্য উদ্ভাবনী কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।	কৃষি মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থা
২১।	কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	কৃষিপণ্যের পরিবহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কাজসমূহ নির্বিঘ্ন হয় সে ব্যবস্থা করা	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এবং স্থানীয় প্রশাসন
২২।		কৃষি উপকরণ আমদানি, খাদ্যপণ্য আমদানি-রপ্তানি এবং কৃষিপণ্যের ও উপকরণের অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করা	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়
২৩।		সরকারের পক্ষ থেকে নায্যমূল্যে প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে ধান চাল সংগ্রহের কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ	খাদ্য মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন
২৪।		কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য নতুন/নিবিড় উৎপাদন এলাকায় পরিবহন এবং বিক্রয়ের জন্য সংগঠিত করা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন এবং প্রাইভেট সেক্টর
২৫।		কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, স্থানীয় প্রশাসন এবং প্রাইভেট সেক্টর
২৬।		ভুট্টা, গম, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, ফল ও অন্যান্য সবজি সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে কৃষকদের সহযোগিতা প্রদান	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এবং স্থানীয় প্রশাসন এবং প্রাইভেট সেক্টর
২৭।		সরকারিভাবে সংগৃহীত খাদ্য সংরক্ষণে প্রয়োজনে বেসরকারি গোডাউন এবং সরকারি শস্যগুদামগুলো ব্যবহার	খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এবং স্থানীয় প্রশাসন

২৮।	কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	ই-কৃষি বিপণন (ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থা) চালু করা এবং সমবায় বিপণনে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং প্রাইভেট সেক্টর
২৯।		সহজ শর্তে কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে বিপণন ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
৩০।		সুপারশপ এবং পাইকারদের অধিক সবজি ও ফল উৎপাদন এলাকার কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি সবজি ও ফল ক্রয়ে উদ্যোগ গ্রহণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, প্রাইভেট সেক্টর, ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় প্রশাসন
৩১।		সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, জেলখানা ও হাসপাতালের প্রতিদিনের সবজি সংগ্রহে সবজি উৎপাদনকারী কৃষকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
৩২।		কৃষকের বাজার কার্যক্রম জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
৩৩।		প্রতিটি জেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ কৃষি পণ্যের বাজার কার্যক্রম আরো জোরদারকরণ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসন
৩৪।		সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রমে সবজি, দেশীয় ফল অন্তর্ভুক্তকরণে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধকরণ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, প্রাইভেট সেক্টর
৩৫।		কৃষিপণ্য, কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার তথ্য সংবলিত ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা ও বাজারজাতকরণ সেবা ওয়েবভিত্তিক করা	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
৩৬।		উৎপাদন খরচের সাথে যৌক্তিক লভ্যাংশ যুক্ত করে কৃষকের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ	কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন
৩৭।		বাণিজ্যিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ী (পাইকার, ফরিয়া, ব্যাপারি, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকরী, অনলাইন ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, কমিশন এজেন্ট), গুদামজাতকারী, হিমাগার ব্যবসায়ী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং অনলাইনে প্রকাশ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
৩৮।		কৃষি পণ্য প্রক্রিজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৬.২ মধ্যমেয়াদি (২-৩ বছর) কর্মপরিকল্পনা

ক্র. নং	অগ্রাধিকার থিমেটিক এরিয়া	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী
০১।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	কোভিড-১৯ সহ এ জাতীয় পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণকে টেকসইকরণ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ক্র: নং	অগ্রাধিকার থিমেটিক এরিয়া	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী
০২।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	চাহিদাভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	কৃষি মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থা
০৩।		কৃষিতে সময়মতো প্রয়োজনীয় কৃষি শ্রমিক নিশ্চিতকরণে একটি টেকসই কাঠামো গড়ে তোলা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০৪।		কৃষি শ্রমিকদের একটি ডাটাবেইস গড়ে তোলা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিবিএস
০৫।		কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;	সকল দপ্তর/সংস্থা
০৬।		মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, ট্রাইকোকম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;	সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা
০৭।		উদ্যান ফসল, চারা-কলম, শাকসবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০৮।		সময়মতো, সহজলভ্য, যথাসম্ভব নির্ভুল কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস সিস্টেম গড়ে তোলা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং আবহাওয়া অধিদপ্তর
০৯।		জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
১০।		জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় রোগ ও পোকা মাকড় প্রতিরোধী, খরা, লবণাক্ততা জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান
১১।		ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ কৃষক সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদারকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা গঠন ও প্রশিক্ষণ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসন
১২।		কৃষি যান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা গঠন ও মেরামত ও চালনা প্রশিক্ষণ	সকল দপ্তর/সংস্থা
১৩।		কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষি সেবা পদ্ধতির মান উন্নয়নে কৃষি শিক্ষা-গবেষণা-সম্প্রসারণ সম্পর্কে জোরদারকরণ	সকল দপ্তর/সংস্থা
১৪		সেচ যন্ত্রের লাইসেন্স ডিজিটালাইজেশন/সেবা সহজীকরণ	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

ক্র. নং	অগ্রাধিকার থিমেটিক এরিয়া	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী
১৫।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় আনয়ন	সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা
১৬।	কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	কৃষি পণ্য উৎপাদক, মধ্যস্থ কারবারি ও ব্যবসায়ীদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি প্রসেসিং সংগঠন
১৭।		চুক্তিবদ্ধ চাষ ও বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণ	
১৮।		কৃষি পণ্য বিপণন ব্যবস্থায় মধ্যস্থ কারবারি স্তর হ্রাসকরণ	
১৯।		কৃষিপণ্যের সেকেন্ডারি প্রসেসিং বা এগ্রো প্রোডাক্ট তৈরির জন্য প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন	
২০।		কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি ও রপ্তানি সম্প্রসারণ সহায়ক সেবা জোরদারকরণ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২১।		কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন, প্রমিতকরণ, গ্রেডিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২২।		ই-কৃষি বিপণন এবং সমবায় বিপণনকে টেকসই করা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
২৩।		কৃষিপণ্য, কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতির বাজার তথ্য সম্বলিত ওয়েব সাইট উন্নয়ন করা ও বাজারজাতকরণ সেবা টেকসই করা	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২৪।		আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	সকল দপ্তর/সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান
২৫।		কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান
২৬।		কৃষিপণ্য পরিবহণে সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা চালুকরণের মাধ্যমে কৃষকদের পরিবহন ভর্তুকি প্রদান করা	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২৭।		শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং গৃহপর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি
২৮।		বাজারজাতকরণে বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২৯।		কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল সংখ্যা বৃদ্ধি করা;	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বেসরকারি সংগঠন
৩০।		নারী কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ	

ক্র. নং	অগ্রাধিকার থিমেটিক এরিয়া	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী
৩১।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	কৃষক উদ্যোক্তা উন্নয়নে ও লাভজনক বিপণনে বিভিন্ন কৃষি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষকদের পশ্চাদ সংযোগ করে দেয়া	
৩২।		কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়ন, কৃষি পণ্যের দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনা তথা উদ্ভাবন মূলক কৃষি বিপণন গবেষণার উন্নয়ন।	

৬.৩ দীর্ঘমেয়াদি (৪-৫ বছর) কর্মপরিকল্পনা

ক্র: নং	অগ্রাধিকার থিমেটিক এরিয়া	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী
০১।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	স্বল্পকালীন ও হাইব্রিড ধানের গবেষণা ও উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং অনুকূল পরিবেশের উপযোগী ধানের ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা;	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
০২।		বিভিন্ন ফসলের (গম, ভুট্টা, ফল, সবজি, মশলা, তেল, ডাল, তুলা, ইক্ষু, পাট ইত্যাদি) উচ্চফলনশীল জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন;	সকল সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান
০৩।		জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
০৪।		জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় রোগ ও পোকা মাকড় প্রতিরোধী, খরা, লবণাক্ততা জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান
০৫।		বিভিন্ন ফসলের ফলন হ্রাস কমানোর জন্য আগাছা, কীটতত্ত্ববীয় ও রোগতত্ত্ববীয় গবেষণা জোরদারকরণ	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান
০৬।		নতুন রোগ বালাইয়ের (বাস্ট, রাস্ট ও ফল আর্মিওয়ার্ম, পঙ্গপাল ইত্যাদি) দমনে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান
০৭।		দরকারি কৃষি যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় মজুদ গড়ে তোলা এবং ভর্তুকি মূল্য অধিক সংখ্যক কৃষক যাতে কৃষি যন্ত্রপাতি পায় সে ব্যবস্থাকে টেকসই করা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০৮।		মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসইকরণ	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০৯।		খাল নালা খনন/পুনঃখনন, আধুনিক ও টেকসই সেচ প্রযুক্তির ব্যবহার ও সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভমূল্যে সেচ সুবিধা প্রদানকে টেকসইকরণ	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ক্র. নং	অগ্রাধিকার থিমেটিক এরিয়া	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী
১০।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি	চর অঞ্চলে ও পাহাড়ি এলাকায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জীবিকায়ন কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
১১।		দক্ষিণ অঞ্চলীয় উপকূল এলাকায় অধঃপতিত জমি সেচের আওতায় আনয়ন	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
১২।		পলি শেড নির্মাণের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
১৩।		পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, ফসল সংগ্রহোত্তর মূল্য সংযোজিত প্রযুক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, মৃত্তিকার স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও সম্পদ সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনজনিত গবেষণা শক্তিশালীকরণ	সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা
১৪।		মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা, উন্নয়ন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়ন	
১৫।		গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন	
১৬।	কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ এবং কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিকে টেকসইকরণ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১৭।		বাজার অবকাঠামো, ফসল সংরক্ষণাগার, বিশেষায়িত কোল্ডস্টোরেজ সম্প্রসারণ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
১৮।		কৃষিপণ্য সংরক্ষণের স্থানীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সচেষ্ট হওয়া, যার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল পাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
১৯।		কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে যৌক্তিকমূল্যে কৃষি পণ্য বিপণনে কৃষিপণ্যের মূল্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;	কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২০।		কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো ও লজিস্টিক খাতসহ মূলধন খাতে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২১।		কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা	
২২।		কৃষিপণ্যের বাজারভিত্তিক চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করা	
২৩।		চাহিদাভিত্তিক/বাজারমুখী উৎপাদনের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা	
২৪।		হাওরাঞ্চলে ভাসমান বাজার ব্যবস্থা চালুকরণ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ক্র. নং	অগ্রাধিকার থিমেটিক এরিয়া	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী
২৫।	কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	শস্য সংরক্ষণ ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং দেশীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২৬।		কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়তার নিমিত্তে ব্রান্ডিং, মোড়কীকরণ, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ	
২৭।		কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেসবিলিটি (Traceability) উন্নয়ন এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ	

৭.০ উপসংহার

৭.১ করোনা সংক্রমণ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং ঘূর্ণিঝড় আম্পানের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যদি ঘন ঘন আঘাত করে তবে বাংলাদেশের জনঘনত্ব এবং চিকিৎসা সুবিধার তুলনামূলক অপ্রতুলতা অধিকতর ঝুঁকির কারণ হতে পারে। পরিস্থিতি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হলে অন্যসব ব্যবস্থার মতো কৃষি খাতের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এছাড়াও কৃষি উপকরণের ওপর বিদেশ নির্ভরতা আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করতে পারে। অধিকন্তু তৈরি পোশাক রফতানি ও জনশক্তি থেকে আয় কমে গেলে তা দেশের সার্বিক অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রীয় সামর্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলবে। এমন চরম খারাপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করে কৃষি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রণীত এ কর্মপরিকল্পনাটি যথাযথ বাস্তবায়ন করা একান্ত অপরিহার্য। কর্মপরিকল্পনাটির সঠিক বাস্তবায়ন কোভিড-১৯ সহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতির কারণে কৃষিতে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বেগবান করবে, যার ফলশ্রুতিতে সময়ের পরিবর্তনে সামগ্রিকভাবে কৃষির গতিশীল ধারা অব্যাহত থাকবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি-২০১৮ বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জিত হবে।

ডিজাইন ও মুদ্রণ :
কৃষি তথ্য সার্ভিস